চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৩.০৫.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চলতি মৌসুমেই চট্টগ্রামকে ৭০-৮০ ভাগ জলাবদ্ধতামুক্ত করতে কাজ করছি: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চলতি মৌসুমেই নগরীকে ৭০-৮০ ভাগ জলাবদ্ধতামুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সেবা সংস্থাগুলো। বুধবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল খাল ও পানি নিষ্কাশন নালা সারা বছর সচল রাখা, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের সমন্বয় জোরদারে গঠিত ১৯ সদস্যবিশিষ্ট সমন্বয় কমিটির প্রথম সভায় এ তথ্য জানান মেয়র।সভায় মেয়র বলেন, আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে বর্ষায় বহদ্দাররহাট, মুরাদপুর, চকবাজার, মির্জাপুল, বাকলিয়া, আগ্রাবাদ, হালিশহর, এইসব এলাকাতে আগ্রাবাদে পানিতে সয়লাব হত। এরকমও হয়েছে তৎকালীন মেয়রের বাড়ি মুরাদপুর বহদ্দারহাটে মেয়র ঘর থেকে বের হতে পারেন নাই। পরে আস্তে আস্তে পানি একটু সরে যাওয়ার পরে রিকশায় করে উনি বের হয়েছেন। কিন্তু ২০২৫ সালে আপনারা সেই পিকচার দেখেননি। ২০২৫ সালে সালে বহদ্দারহাটে পানি উঠেনি। মির্জাপুলে পানি উঠেনি। চকবাজারে পানি উঠেনি। বাকলিয়াতে পানি উঠেনি। আগ্রাবাদে পানি উঠেনি। আগে পানি নিচু এলাকাগুলোতে একসময় যেভাবে উঠতো ২০২৫ সালে সেভাবে পানি উঠেনি। এটা সমন্বিত প্রচেষ্টার কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে এবং সেটার মুখ্য ভূমিকায় ছিল আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।"এ বছর প্রবর্তকে যে পানি উঠেছে সেটাকে একটা দুর্ঘটনা বলব আমি। কারণ যে বৃষ্টি ভারী বৃষ্টি হয়েছে সেটা আসলে বৈশাখের জন্য বেমানান। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হঠাৎ করে এ ধরনের ঘটনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সেটা হতে পারে। গত বছরে ৫০-৬০ ভাগ জলাবদ্ধতা আমরা কমাতে সক্ষম হয়েছি। এইবার ইনশাল্লাহ আমাদের কমিটমেন্ট ৭০-৮০ ভাগ জলাবদ্ধতা মুক্ত চট্টগ্রাম। আমরা এই ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।" মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে অবৈধ দখল, অপরিকল্পিত হকার ব্যবসা এবং প্লাস্টিক-পলিথিন বর্জ্যকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, "ইদানীং আমরা লক্ষ্য করছি, নগরীতে রাস্তায় হকার ব্যবসা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। অনেকেই ফুটপাত ও সড়ক দখল করে ব্যবসা করছেন এবং যত্রতত্র ময়লা ফেলছেন। এসব বর্জ্য পরিষ্কার করতে আমাদের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের দিনরাত কাজ করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ ছাড়া বিকল্প নেই।

মেয়র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "বর্ষাকালকে সামনে রেখে জোনভিত্তিক ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করতে হবে। যারা সড়ক দখল করে ব্যবসা করছে এবং অপরিকল্পিতভাবে ময়লা ফেলছে, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্তমানে আমাদের ড্রেনেজ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শত্রু। এসব বর্জ্য পানিতে মিশে না গিয়ে নালা-খালে জমে পানি চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছে। এর ফলে একদিকে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে কর্ণফুলী নদী ভয়াবহ দূষণের শিকার হচ্ছে। নগরবাসীকে এ বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে।চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম নগরীর প্রবর্তক মোড় এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন দ্রুত অপসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জননিরাপত্তার স্বার্থে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো দ্রুত ভেঙে ফেলতে হবে, অন্যথায় সামান্য ভূমিকম্প বা দুর্ঘটনায় বড় ধরনের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।সভায় তিনি বলেন, "প্রবর্তক এলাকায় দুটি ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। একটি প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ভবন এবং আরেকটি ইউএস কর্নার সংলগ্ন স্ট্রাকচার। ভবনগুলোর অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, যেকোনো সময় ধসে পড়ে মানুষের প্রাণহানির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে সামান্য ভূমিকম্প হলেও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ভেঙ্গে ফেলা ভবনটির অবশিষ্ট অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সেটি দ্রুত অপসারণ করা প্রয়োজন " জবাবে মেয়র চসিকের প্রধান প্রকৌশলীকে আগামী ১০ দিনের মধ্যেই ভবনটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি মূল্যায়ন শেষে দ্রুত উচ্ছেদ ও অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যাতে নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার বলেন, জলাবদ্ধতাকে ৮০ শতাংশ কমাতে যা যা করার আমরা করাবো। ৩৬ টা খাল মিলে ১০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য পুরোটাকে আমরা গতিশীল করে দেব। এ বিষয়ে যে কোন সহযোগিতার জন্য আমাদের জানালে আমরা পদক্ষেপ নিব। আপনারা এতটুকু আশ্বস্ত থাকেন যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি এটাকে মনিটর করছেন এখানে রাষ্ট্রযন্ত্র সেটা পারবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমরা সবাই মিলে এ লক্ষ্য অর্জন করব ইনশাল্লাহ।চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা জলাবদ্ধতা নিরসনে শুধু খাল পরিষ্কার করাই যথেষ্ট নয়, বরং পরিষ্কারের পর সেগুলোর নিয়মিত তদারকি ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নাগরিক সচেতনতার অভাব এবং খাল-নালায় পুনরায় ময়লা ফেলার প্রবণতা জলাবদ্ধতা সমস্যাকে জটিল করে তুলছে।সভায় তিনি নিজের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, "চট্টগ্রামে

যোগদানের আগে আমি নারায়ণগঞ্জে জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। সেখানেও একই ধরনের জলাবদ্ধতা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছিল, কিন্তু দেখা গেল যেখান দিয়ে পানি নদীতে যাওয়ার কথা, সেই পয়েন্টই বন্ধ হয়ে আছে। ফলে পুরো শহর পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল।"ডিসি বলেন, "পরবর্তীতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আমি প্রায় ৯৯ লাখ টাকা বরাদ্দ পাই। সেই অর্থ দিয়ে ৩৫ থেকে ৩৬ ট্রাক ময়লা খাল থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা খাল পরিষ্কার করার কয়েকদিনের মধ্যেই মানুষ আবার সেখানে ময়লা ফেলতে শুরু করে। আমি নিজে তিন-চারদিন পর গিয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। যেই খাল পরিষ্কার করে সুন্দর করা হয়েছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে।"নাগরিক অসচেতনতার বিষয়টি তুলে ধরে জেলা প্রশাসক বলেন, "নিয়মিত ময়লা অপসারণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অনেকে সরাসরি খালে ময়লা ফেলে দেয়। এটিই বাস্তবতা। এভাবে চলতে থাকলে শুধু প্রকল্প বাস্তবায়ন করে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না। বিপুল পরিমাণ পানি যে খাল দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানে যদি আবার ময়লা-আবর্জনা জমে, তাহলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না।"জেলা প্রশাসক এ সময় খাল পরিষ্কারের পর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষ মনিটরিং টিম গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, "যেসব খালে কাজ হচ্ছে, কাজ শেষ হওয়ার পর কয়েকদিন ধরে সেগুলো পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। একটি টিম গঠন করে প্রতিদিনের সচিত্র প্রতিবেদন এই কমিটি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করা হলে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে এবং টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।" সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন সেবা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বক্তব্য রাখেন ।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কাপাসগোলা মহিলা কলেজে ৬ কোটি টাকার শিক্ষা অবকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে চকবাজার এলাকায় প্রায় ৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে দুটি শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ মাঠে আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা এবং প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।উদ্বোধন হওয়া প্রকল্প দুটি হলো— ১৬ নম্বর চকবাজার ওয়ার্ডস্থ কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ সড়কের উন্নয়ন কাজ এবং কলেজের প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, "শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে অবকাঠামো উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। কাপাসগোলা মহিলা কলেজের সড়ক উন্নয়ন ও ভবন সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পাবে।"তিনি আরও বলেন, "একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো যত উন্নত হবে, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহও তত বাড়বে। আমরা চাই আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ আরও সমৃদ্ধ করতে।"চসিক সূত্রে জানা যায়, সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চুক্তিমূল্য ২৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৬০৬ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫ ফুট প্রস্থের রাস্তা উঁচু করে ইউনিব্লক দিয়ে নির্মাণ করা হবে।অন্যদিকে কলেজ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের চুক্তিমূল্য ধরা হয়েছে ৫ কোটি ৮ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত চারটি ফ্লোর সম্প্রসারণ করা হবে। প্রতিটি ফ্লোরে ৫টি করে মোট ২০টি আধুনিক ক্লাসরুম নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন হবে প্রায় ৬ হাজার বর্গফুট।অনুষ্ঠানে চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন নাজমা বিনতে আমিন এবং কলেজ গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ।স্বাগত বক্তব্য দেন কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নূর বানু চৌধুরী।এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য ডাক্তার সরওয়ার আলম চসিকের নির্বাহী প্রকৌশলী ফারজানা মুক্তা, শাফকাত বিন আমিন এবং সহকারী প্রকৌশলী রূপক চন্দ্র দাশসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম: সড়ক নির্মাণে রড উৎপাদন করতে গিয়ে উৎপন্ন স্ল্যাগের ব্যবহার নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। ট্রেডিশনাল ধারণার পাশাপাশি নিত্যনতুন কৌশল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেই শহরের উন্নয়ন কাজকে আরও টেকসই ও আধুনিক করা সম্ভব।বুধবার টাইগারপাস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। স্ল্যাগ (Slag) হলো ধাতু নিষ্কাশন বা গলানোর প্রক্রিয়ার পর আকরিক থেকে অপদ্রব্য আলাদা হয়ে তৈরি হওয়া একটি কাঁচের মতো অবশিষ্টাংশ। এটি মূলত ধাতব অক্সাইড এবং সিলিকন ডাই অক্সাইডের মিশ্রণ, যা ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্পে অত্যন্ত দরকারী। এটি পরিবেশবান্ধব এবং নির্মাণকাজে ইটের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।সেমিনারটি আয়োজন করে বিএসআরএম কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি রড উৎপাদনের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন স্ল্যাগকে কীভাবে সড়ক নির্মাণে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে।মেয়র বলেন, শহরের সড়ক নির্মাণ, ব্রিজ নির্মাণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে শুধু গতানুগতিক পদ্ধতিতে আটকে থাকলে চলবে না। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিত্যনতুন ধারণা ও কৌশল ব্যবহার করতে হবে। এতে খরচ কমার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উন্নয়নও সম্ভব হবে।সেমিনারে বিএসআরএমের প্রতিনিধিরা স্ল্যাগ ব্যবহারের সুবিধা, স্থায়িত্ব এবং পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা দেন। সেমিনারে চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) ফরহাদুল আলম মোহাম্মদ শাহীন-উল ইসলাম চৌধুরী, জসিম উদ্দিন, আবু সাদাত তৈয়বসহ প্রকৌশলীবৃন্দ মতবিনিময় করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮